সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬২
WEEKLY BOOKLET:362

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" এর একটি পর্ব

নেকীর দাওয়াত কিভাবে দিব?

- নেকীর দাওয়াতে নম্রতা আবশ্যক
- খালি থলে
- মদ্যপায়ীকে একক প্রচেষ্টা করার সুফল
- অসৎকাজে বারণ করো, অন্যথায়...!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবূ বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" এর ৪৯৭ - ৫১০ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত

নেকীর দাওয়াত কিভাবে দিব?

দোয়ায়ে আত্তার: হে রাব্বে মোস্তফা! যে ব্যক্তি এই "নেকীর দাওয়াত এবং নম্রতা?" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে নম্র মেজাজ ও সুন্দর আচরণের অধিকারী বানাও এবং তাকে তার পিতামাতা সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কাল কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫৩, হাদীস: ১৭২৯৮)

নেকীর দাওয়াত বর্জনকারী রাসূলে পাক ﷺ এর পথে নেই

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি আমার দলভূক্ত নয়, যে আমাদের

www.dawateislami.net

ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না আর নেকীর আদেশ দেয় না ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না।

(সুনানে তিরমিযী, ৩/৩৭০, হাদীস: ১৯২৮)

নেকীর দাওয়াত দেয়া শুধু আলেমদের উপরই নয়, সাধারণ লোকদের উপরও আবশ্যক

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বাক্য "নেকীর আদেশ দেয় না ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না" এর আলোকে বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও নিজের জ্ঞান অনুযায়ী দ্বীনের বিধি-বিধান মানুষের মাঝে জারি করবে। এটা শুধু ওলামার উপরই ফরয নয়, সকলের উপরই আবশ্যক, বিচারক হাত দ্বারা অসৎকাজে বাধা দিবে, আলিম সাধারণ ভাষায় তবলীগের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করবে। বর্তমানে এ বিষয়ে খুবই উদাসীন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৪১৬)**

মে নেকি কি দাওয়াত কি ধূমে মাচাওঁ
তু কর এ্যয়সা জযবা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গ্রাম্য লোকটি যখন মসজিদে প্রস্রাব করে দিলো...

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক গ্রাম্য লোক এলো আর মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাকে ডাক দিলেন:

www.dawateislami.net

"থামো!" **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চুপ হয়ে গেলেন, এমনকি সে প্রস্রাব করে নিলো। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ডেকে (নম্র ভাষায়) ইরশাদ করলেন: "এই মসজিদ প্রস্রাব ও নোংরা করার জন্য নয়" এটা তো শুধু **আল্লাহ**র যিকির, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাউকে পানি আনার নির্দেশ দিলেন, সে পানির বালতি নিয়ে এলো এবং সেখানে (অর্থাৎ প্রস্রাবের জায়গায়) ঢেলে দিলো। **(সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১৬৪, হাদীস: ২৮৫)**

নেকীর দাওয়াতে নম্রতা আবশ্যক

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে মুবারাকার আলোকে বলেন: মনে রাখবেন! (অপবিত্র) মাটি যদিও শুকালে পাক হয়ে যায় (যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন দূর হয়ে যায়) তবুও মাটিকে ধুয়ে ফেলা খুবই উত্তম, কেননা এতে অপবিত্রতার রঙ ও গন্ধও দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং তা দ্বারা তায়াম্মুম করাও জায়িয হয়ে যায়। এই হাদীসে (পানির বালতি প্রবাহিত করার আলোচনা) দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, অপবিত্র মাটি না ধুলে পাকই হবে না, তাছাড়া মসজিদে তো পবিত্রতা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতারও প্রশ্ন রয়েছে আর তা ধোয়াতেই অর্জিত হয়। তিনি আরো বলেন: এতে মুবাল্লিগগণের জন্য তাবলীগের পদ্ধতির শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ সচ্চরিত্র ও নম্রতার মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৩২৬)**

www.dawateislami.net

প্রস্রাব করতে করতে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ার চিকিৎসা শাস্ত্রে বিভিন্ন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কেউ প্রস্রাব করছে, তখন তাকে চমকে দেয়ার মতো আওয়াজ করা বা ভয় দেখানো থেকে বেচেঁ থাকা উচিৎ, কেননা প্রস্রাব করতে করতে কোন ভয় ইত্যাদির কারণে মাঝখানে প্রস্রাব হঠাৎ বন্ধ করে দেয়াতে চিকিৎসা শাস্ত্র মতে এমন প্রবল ক্ষতি হতে পারে, যা সাপের দংশনেও হয় না! প্রস্রাব অর্ধেক করে হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ করে দেয়ার কারণে মস্তিস্ক বিক্রিয়া (অর্থাৎ পাগলামো ও মূর্ছা রোগ হওয়া) এবং কিডনীর মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার আলোচনা রয়েছে, এ প্রসঙ্গে আবেদন যে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাত নয়। যেমনিভাবে দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়ত" ১ম খন্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, **নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তবে তাকে তোমরা সত্যবাদী মনে করবে না, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বসা ব্যতীত প্রস্রাব করতেন না। **(সুনানে তিরমিযী, ১/৯০, হাদীস: ১২)**

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বিভিন্ন ক্ষতি

আফসোস! বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যেনো সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়ে গেছে, বিশেষত এয়ারপোর্ট ও বিভিন্ন বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে

www.dawateislami.net

প্রস্রাব করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এভাবে প্রস্রাব করাতে যেমনিভাবে সুন্নাত বর্জন হয়, তেমনি এর চিকিৎসা শাস্ত্রে ক্ষতিও রয়েছে। অতএব চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করাতে মুত্রাশয়ের গ্রন্থি ফুলে বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যার ফলে প্রস্রাব করতে যন্ত্রনা হওয়া, প্রস্রাবের ধার চিকন হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আসা বরং প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগ সৃষ্টি হতে পারে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাবকারী অনেকেই না ধুয়ে কিংবা না শুকিয়েই পেন্টের বোতাম বা চেইন বন্ধ করে নেয়, যার ফলে তাদের উরু ইত্যাদিতে প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরতে থাকে, এভাবে বিনা অপারগতায় শরীরকে অপবিত্রকারী গুনাহগার হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষতিতেও পড়তে পারে। ইউরোপিয়ান জনৈক (উর্দু ভাষায় পারদর্শী) ডাক্তার জন্ট মিলেন (Dr.Jaunt Milen) বলেন: উভয় নিতম্ব ও এর আশ-পাশের এলার্জি, রানের চুলকানী ও ফোসকা, তলপেটের একজিমা, গুপ্তাঙ্গের ঘাঁ রোগী, যারা আমার কাছে আসে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ তারাই, যারা প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বেঁচে থাকে না।

প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচার আযাব

হযরত আবু বাকরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে পথ চলছিলাম আর তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর বাম পাশে ছিলো। এমন সময় আমরা আমাদের সম্মুখে দু'টি কবর দেখতে পেলাম, তখন **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দু'জনের আযাব হচ্ছে এবং কোন বড় কাজের কারণে নয়, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে একটি (খেজুর গাছের) ডাল এনে দিবে। আমরা একে অপরের আগে যাওয়ার চেষ্টা

www.dawateislami.net

করলাম তখন আমি অগ্রগামী হলাম এবং একটি (খেজুর গাছের) ডাল এনে খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (খেজুর গাছের) ডালটিকে দুই টুকরো করলেন এবং উভয় কবরে একটি একটি করে রাখলেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সতেজ থাকবে, তাদের আযাব কম থাকবে আর এই দু'জনের গীবত ও প্রস্রাবের কারণে আযাব হচ্ছে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৩০৪, হাদীস: ২০৩৯৫)**

প্রিয় নবী ﷺ এর ইলমে গাইব রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! গীবত ও প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বেঁচে না থাকা কবর আযাবের কারণের মধ্যে অন্যতম। হায়! আমাদের এই কোমল শরীর যা সামান্য একটি কাঁটার আঘাত, দ্বিপ্রহরের রোদের তাপ ও জ্বলন এবং জ্বরের সামান্য তাপও সহ্য করতে পারে না, তা কবরের ভয়াবহ আযাব কিভাবে সহ্য করবে। হে **আল্লাহ পাক!** আমরা প্রস্রাবের অপবিত্রতার অপরাধ, গীবত, চুগোলখোরি এবং ছোট বড় সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি, হে আমাদের প্রিয় মালিক! আমাদের প্রতি সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত থেকে জানতে পারলাম, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট গাইবের ইলম রয়েছে, তাইতো **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে কবরের আযাব দেখে নিয়েছেন, যা বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট। আমার প্রিয় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে

www.dawateislami.net

দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদায়িকে বখশীশ শরীফে বলছেন:

সরে আরশ পর হে তেরি গুযার দিলে ফরশ পর হে তেরি নযর
মালাকুত ও মুলক মে কোয়ি শেয় নেহি ওহ জু তুঝ পে এয়াঁ নেহি

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপরে এবং ফরশ অর্থাৎ জমিনের নিচের সবকিছু আপনার দৃষ্টিসীমায় রয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন বস্তু নেই, যা আপনার সম্মুখে প্রকাশমান নয়।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদ্যপায়ীকে একক প্রচেষ্টা করার সুফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “নম্রতা” দ্বারা যেই কাজ হয়, তা “উগ্রতা” দিয়ে হয় না আর মুবাল্লিগকে তো “মোম” এর চেয়েও বেশি নম্র এবং বরফের চেয়েও ঠান্ডা হওয়া উচিৎ, ধমকানো ও বকাঝকা করাতে কারো সংশোধন হওয়া কঠিন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ “ইহইয়াউল উলুমে” উদ্ধৃত করেন: হযরত মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মাগরিবের নামাযের পর মসজিদ থেকে ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, পথে এক কোরাইশী যুবককে নেশায় মাতাল অবস্থায় দেখলেন, সে এক মহিলাকে ঝাপটে ধরেছে, মহিলাটি চিৎকার করতে লাগলো, লোকজন জড়ো হয়ে গেলো এবং সেই যুবকের উপর

www.dawateislami.net

ঝাঁপিয়ে পড়লো, হযরত ইবনে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে চিনতে পারলেন আর তাকে লোকজন থেকে উদ্ধার করে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন, তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। যখন সে জাগলো, তখন তার নেশা কেটে গিয়েছিলো। সে নেশা অবস্থায় অশ্লিল কর্মকান্ড ও মারধরের কথা যখন জানতে পারলো, তখন লজ্জায় কেঁদে দিলো আর চলে যেতে প্রস্তুত হলো। হযরত ইবনে আয়েশা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে যেতে দিলেন না এবং অত্যন্ত নম্রতার সহিত নেকীর দাওয়াত দিলেন আর অনুভূতি দিলেন যে, বৎস! আপনি তো কোরাইশী, আপনার বংশের আভিজাত্য মারহাবা! এটা তো ভাবুন যে, আপনি কোন মহান মনিষীর বংশধর! বৎস! **আল্লাহ পাক**কে ভয় করুন এবং সব সময়ের জন্য মদ্যপান ও অন্যান্য গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন। সেই যুবক এরূপ মমতাপূর্ণ নেকীর দাওয়াতে একেবারে বিগলিত হয়ে গেলো এবং সে কেঁদে কেঁদে তাওবা করে নিলো। মদ ও অন্যান্য কোন গুনাহের নিকটে না যাওয়ার ব্যাপারে সংকল্প করলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পরম মমতায় তার মাথায় চুমু খেলেন এবং ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করলেন। সে খুবই প্রভাবিত হলো ও সে তাঁর সাহচর্যে থাকতে লাগলো এবং হাদীসে মুকারাকা লেখার কাজে নিয়োজিত হলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১১)**

হে ফালাহ ও কামরানী নরমি ও আসানী মে
হার বনা কাম বিগড় জাতা হে না'দানী মে
ডুব সাকতি হি নেহি মওজোঁ কি তুগয়ানি মে
জিস কি কাশতি হো মুহাম্মদ কি নিগাহবানী মে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমি তাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে নিজেকে ছাড়াতে, নিয়মিত নামাযের মানসিকতা সৃষ্টি করতে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে অনুসরন করতে, অন্তরে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে, জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান করে নিতে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সাথে সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন এবং নেক আমল অনুযায়ী নিজের জীবনের রাতদিন অতিবাহিত করুন। আপনাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করা হচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগের বর্ণনার সারমর্ম হলো: মাদানী কাফেলায় সফর করার সময় এক মসজিদে জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নাতে ভরা বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, বয়ানের শেষে মসজিদে উপস্থিত ইসলামী ভাইদেরকে তাদের বিভিন্ন পেরেশানির রূহানী চিকিৎসার জন্য "আত্তারী ওযীফা" সংগ্রহ করার উৎসাহ দিলাম। এক ভদ্রলোক আসরের নামাযের সময় আমার কাছে এসে এবং নিজের সমস্যা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করলো: কিছুদিন পূর্বে উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমি দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলাম, আর সেখানে গিয়ে চুরি, ডাকাতির মতো বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে গেলাম আর এদিকে দেশে আমার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো যে, কেউ আমার সন্তানের মায়ের উপর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ লেপন করে দিলো, যার ফলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো। যখন আমাকে এই দুঃসংবাদ জানানো হলো তখন আমি ব্যথিত হয়ে সাথেসাথেই দেশে আমার গ্রামের বাড়িতে চলে

www.dawateislami.net

আসি। নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় এসে আমি আমার স্ত্রীর উপর অপবাদ লেপনকারীকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করার সংকল্প করে নিলাম। আমি এই কাজের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থাও করে নিয়েছিলাম, কিন্তু এই মসজিদে জুমার নামায আদায় করার পাশাপাশি আপনার বয়ান শুনার সৌভাগ্যও নসীব হলো, বয়ানের শেষে আপনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য "আত্তারী ওযীফা" সংগ্রহ করার যেই উৎসাহ দিয়েছেন তাতেই আমি আশায় বুক বাঁধলাম। আপনার বয়ান শুনে আমার গুনাহ করার মনোভাব নড়বড়ে হয়ে গেলো আর আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আপনাকে আমার সমস্যা সম্পর্কে জানিয়ে এমন কোন উপায় অবলম্বন করবো যে, যেনো সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে। তার কথা শুনে তো প্রথমে আমি ঘাবড়ে গেলাম অতঃপর **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করে এই সুবাদে সমস্যার সমাধানের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা লিখিত বয়ানের তিনটি পুস্তিকা "রাগের চিকিৎসা, ক্ষমা ও মার্জনার ফযীলত এবং আত্মহত্যার প্রতিকার" থেকে নির্দেশনা নিয়ে প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত তাকে একক প্রচেষ্টা করতে থাকি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অবশেষে সেই ইসলামী ভাই তার ভয়ানক ইচ্ছা থেকে বিরত রইলো আর এভাবে দু'টি মূল্যবান জীবন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাওবা করে নিলো এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুসহ সবাই গাউসে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুরিদ হয়ে গেলো, ঘরের নিরাপত্তা ও কাজকর্মে বরকতের জন্য "আত্তারী ওযীফা"ও সংগ্রহ করলো। যখন আমি তাকে মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ দিলাম,

www.dawateislami.net

তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললো: "اِنْ شَآءَ الله এখন তো আমার সম্পূর্ণ জীবনই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজেই অতিবাহিত হবে।"

এ্যয় ইসলামী ভাই না করনা লড়াই
কেহ হো জায়েগা বদনুমা মাদানী মাহোল
সানওয়ার জায়েগি আখিরাত اِنْ شَآءَ الله
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবাল্লিগগণ জুমায় বয়ান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী বাহার থেকে জুমায় সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকত সম্পর্কে জানা গেলো, দাওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারদের উচিত, যেখানে যেখানে সম্ভব হয়, জুমায় বিষয় পরিবর্তন করে মুবাল্লিগগণের সুন্নাতে ভরা বয়ানের ব্যবস্থা করা, কেননা জুমার নামাযে আসা এমন অনেক মুসল্লি রয়েছে, যারা সাধারণত কোন ইজতিমাতেই অংশগ্রহণ করেনা, এভাবে তাদের প্রতিও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী বার্তা পৌঁছে যাবে এবং অনেক সৌভাগ্যবানের অন্তর প্রভাবিত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله গুনাহ থেকে তাওবা করে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযী হয়ে যাবে এবং তাদের উপর আপনাদের একক প্রচেষ্টা اِنْ شَآءَ الله তাদেরকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে দিবে। যেমনটি; এখনই আপনারা লক্ষ্য করলেন: সামাজের বিপথগামী জীবনের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তি দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান ও একক

www.dawateislami.net

প্রচেষ্টার বরকতে মুসলমানকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়ে আত্মহত্যার ইচ্ছা ত্যাগ করে তাওবা করে নিলো।

প্রতি দুই মিনিটে তিনটি আত্মহত্যা

আফসোস! বর্তমানে "আত্মহত্যা" অনেক বেশি বেড়ে গেছে, এর একটি বড় কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব, দাঁড়ি মুন্ডনকারী, আবেগী মডার্ন ক্লিনশেভড ছেলে, স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া, দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা বেপর্দা ফ্যাশন্যাবল মহিলাদের মাঝেই আত্মহত্যার প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। আপনি হয়তো কখনও শুনেননি যে, অমুক ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী বা কোন আলিমে দ্বীন কিংবা কোন মুফতি সাহেব অথবা শরীয়তের অনুসারী পর্দানশীন কোন নেককার মহিলা আত্মহত্যা করেছে। দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বয়ানাতে আত্তারীয়া (২য় খন্ড)" এর ৪০৪-৪০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: গুনাহের আধিক্য ও আখিরাতের বিষয়াদির ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে আফসোস! আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলছে। সংবাদ পত্রের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে দেশে আত্মহত্যার ৬৮টি ঘটনা সংগঠিত হয়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে আত্মহত্যার একটি ঘটনা ঘটছে!

আত্মহত্যার মাধ্যমে কি প্রাণে বেঁচে যায়?

আত্মহত্যাকারীরা হয়তো এটাই মনে করে যে, আমরা প্রাণে বেঁচে যাবো! অথচ এতে প্রাণ বাঁচার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টি অবস্থায় খুবই মন্দভাবে ফেঁসে যায়। **আল্লাহ**র শপথ! আত্মহত্যার আযাব সহ্য করা যাবে না।

www.dawateislami.net

আগুনে আযাব

হাদীস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি যেই জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই জিনিস দিয়েই আযাব দেয়া হবে। **(সহীহ বুখারী, ৪/২৮৯, হাদীস: ৬৬৫২)**

সেই হাতিয়ার দ্বারা আযাব

হযরত সাবিত বিন দ্বাহহাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি লোহার হাতিয়ার দ্বারা আত্মহত্যা করলো, তবে তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই হাতিয়ার দ্বারাই আযাব দেয়া হবে। **(সহীহ বুখারী, ১/৪৫৯, হাদীস: ১৩৬৩)**

শ্বাসরুদ্ধ করার আযাব

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করলো, তবে সে জাহান্নামের আগুনে নিজের শ্বাসরুদ্ধ করতে থাকবে আর যে ব্যক্তি নিজেকে বর্শা দ্বারা আঘাত করলো, সে জাহান্নামের আগুনে নিজেকে বর্শা দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। **(প্রাগুক্ত, ১/৪৬০, হাদীস: ১৩৬৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

খালি থলে

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে অন্তর ভালোকে ভালো মনে করে না ও মন্দকে মন্দ বলে স্বীকার করে না, তবে তার উপরের অংশকে এমনভাবে

www.dawateislami.net

নিচের দিকে করে দেয়া হবে যেমনিভাবে থলেকে উল্টে দেয়া হয় আর থলের সব জিনিস বের হয়ে যায়। **(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/৬৬৭, হাদীস: ১২৪)**

অন্তর 'অন্ধ' ও 'অধোমুখী' হওয়ার অর্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই এতে ধ্বংসই ধ্বংস যে, মানুষের অন্তর ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসাবে মানতেই অস্বীকার করা। আমাদের গুনাহ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা ও **আল্লাহ পাকে**র নিকট কলবে সলীম (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও নিরাপদ অন্তর) কামনা করা উচিৎ, অন্যথায় এখনই আপনারা অন্তরের অধঃপতন সম্পর্কিত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী লক্ষ্য করেছেন। মনে রাখবেন! গুনাহের আধিক্যের কারণে প্রথমে অন্তর 'অন্ধ' হয়ে যায়, অতঃপর 'অধোমুখী' অর্থাৎ উল্টো হয়ে যায়, যা আখিরাতের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক। যেমনটি; দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" এর ৪০৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: তিনটি জিনিস হলো আলাদা আলাদা: নফস, রূহ ও কলব (অর্থাৎ অন্তর)। রূহের মর্যাদা হলো বাদশাহের ন্যায় আর নফস ও কলব তার দুই মন্ত্রী। নফস তাকে সর্বদা অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে আর কলব যতক্ষণ পবিত্র থাকে, কল্যাণের দিকে আহ্বান করে আর مَعَاذَ اللّٰہ গুনাহের অধিক্য ও বিশেষকরে অধিকহারে বিদআত দ্বারা "অন্ধ" করে দেয়া হয়। তখন এতে সত্যকে দেখার, বুঝার, অনুধাবন করার যোগ্যতা থাকে না কিন্তু তখনো সত্যকে শুনার যোগ্যতা অবশ্য থাকে, অতঃপর مَعَاذَ اللّٰہ "অধমুখো" করে দেয়া হয়। এখন সে না সত্য শুনতে পারে আর না দেখতে পারে, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। (অতঃপর আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন:) কলব (অর্থাৎ অন্তর) আসলে

www.dawateislami.net

এই مُضْغَه মাংস পিন্ডের নাম নয় বরং তা হলো এক "لَطِيْفَه غَيْبِيَّه" (অর্থাৎ অদৃশ্য লতীফা), যার কেন্দ্র হলো এই مُضْغَه মাংসপিন্ড (অর্থাৎ অন্তর), যার অবস্থান বুকের বাম পাশে এবং নফসের কেন্দ্র হলো নাভীর নিচে, এই কারণেই শাফেয়ীরা বুকের উপর হাত বেঁধে থাকেন, যাতে "নফস" থেকে যে কুমন্ত্রণা উঠে তা যেনো "কলব" পর্যন্ত না পৌঁছাতে পারে আর হানাফীরা নাভীর নিচে বাধে।

তৌফিক নেকিয়োঁ কি এ্যয় রাব্বে করীম দেয়
বদিয়োঁ সে বাচনে ওয়ালা তো কলবে সলীম দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমা পাবে না?

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তোমরা নেকীর আদেশ দিতে থাকো আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো, অন্যথায় তোমাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তোমাদের মধ্যে ছোটদের উপর দয়া করবে না এবং তোমাদের নেককার লোকেরা দোয়া করবে কিন্তু তাঁদের দোয়া কবুল হবে না, তারা ক্ষমা চাইবে কিন্তু তাঁরা ক্ষমা পাবে না। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৩৮৩)**

অসৎকাজে বারণ করো, অন্যথায়...!

খলীফাতুল মুসলিমিন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হে লোকেরা! তোমরা কি এই আয়াতটি পড়ো:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ১০৫)

(অর্থাৎ তোমরা হয়তো এই আয়াতটি দ্বারা এটাই বুঝো যে, যখন আমরা নিজেরাই হেদায়তের উপর রয়েছি, তখন পথভ্রষ্টদের ভ্রষ্টামি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়, আমাদের কোন পথভ্রষ্টকে ভ্রষ্টতার থেকে নিষেধ করার প্রয়োজন নেই।) আমি **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: মানুষ যদি অসৎ কাজ দেখে আর তাকে প্রতিহত না করে তবে অচিরেই **আল্লাহ পাক** তাদের সবাইকে তাঁর আযাবে লিপ্ত করে দিবেন। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৩৫৯, হাদীস: ৪০০৫)**

এই হাদীসে পাকের আলোকে "মিরআতুল মানাজীহ" কিতাবে রয়েছে; কুরআনে করীমে এই আয়াত "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ঐ ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।" আলোকে অনেকে মনে করে থাকে যে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা) এর কোন প্রয়োজন নেই বরং মানুষের নিজের সংশোধন করা উচিৎ, অন্যের গুনাহ বা অলসতা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই ভুলটিকে দূরীভূত করতে গিয়ে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান

www.dawateislami.net

বাণীর আলোকে বললেন: মানুষ যখন অসৎকাজ দেখে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে না তবে তারা সবাই আযাবে লিপ্ত হয়। অপর বর্ণনা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, এই প্রতিহত করার সম্পর্ক ক্ষমতার সাথে অর্থাৎ অসৎকাজকে পরিবর্তনকারী লোকেরা এই ব্যাপারে ক্ষমতা থাকার পরও যদি প্রতিহত না করে, তবে সেও আযাবের হকদার হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫০৭)

উল্লেখিত আয়াত শরীফের আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানরা কাফেরের বঞ্চনায় আফসোস করতো আর তাদের দুঃখবোধ হতো যে, কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে ইসলামের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছে। **আল্লাহ পাক** তাদের (মুসলমানদের) সান্তনার বাণী শুনিয়ে দিলেন যে, এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (নেকীর আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার) দায়িত্ব পালন করে তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো, তোমরা নেকীর প্রতিদান পাবে। (হযরত) আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ এর আবশ্যকতার প্রতি অনেক জোর দেয়া হয়েছে, কেননা নিজের চিন্তা রাখার মর্ম হলো যে, একে অন্যের খোঁজ-খবর নেয়া, নেকীর প্রতি আগ্রহী করা ও অসৎকাজে বাধা দেয়া।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net